এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৫৭ / এপ্রিল-জুন ২০২৫ / রেজি নং-২৪-৮৭

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৫ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সোনালু (ক্লাসিয়া ফিসটুলা) গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করেন

ভেতরের পাতায়

সম্পাদকীয়, পৃঃ ২

এলজিইডির প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা সভা পৃঃ ৩

এলজিইডিতে টেকসই ভবন নির্মাণের ওপর আলোচনা সভা পৃঃ ৩

ব্র্যাক সেন্টারে কর্মসংস্থান নিবিড় কর্মসূচি (ইআইআইপির) বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত পৃঃ ৩

উইকেয়ার প্রোগ্রামের আওতায় মাগুরা জেলায় নির্মিত সড়ক ও গ্রোথসেন্টার আর্থসামাজিক সূচকে গতি আনছে পৃঃ ৪

ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্পের মাগুরা জেলায় ২৩ কিলোমিটার সড়কের নির্মাণ কাজ চলমান পৃঃ ৪

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত ৪৪ পৌরসভায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (প্রাপ) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পৃঃ ৫

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ওপর এডিবি ও এএফডি'র মিশন অনুষ্ঠিত পৃঃ ৬

যশোর ও ঝিনাইদহ জেলায় ইউনিব্লক সড়ক ও আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ পৃঃ ৭

পরিবেশ সুরক্ষায় প্রধান উপদেষ্টার প্লাস্টিক বর্জনের আহ্বান

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস দূষণ রোধ ও পরিবেশ সুরক্ষায় প্লাস্টিক বর্জনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্লাস্টিক পরিবেশের জন্য বিষ। এটি কেবল মানুষ নয় পৃথিবীর সব প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর। পৃথিবীতে প্রতিদিন মানুষ বাড়ছে, বাংলাদেশেও এর সঙ্গে বাড়ছে জনপ্রতি প্লাস্টিকের ব্যবহার। আসুন এ বিষয়ে সচেতন হই এবং আজ থেকে ঠিক করি প্লাস্টিক বর্জন করব। গত ২৫ জুন ২০২৫ ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৫ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। প্রতিবছরের মতো এবছরও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলায় অংশগ্রহণ করে।

পরিবেশ সুরক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, জীবন বাঁচাতে হলে পরিবেশ বাঁচাতে হবে। পরিবেশ ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করতে পারলে আমরা সুন্দর পৃথিবী উপভোগ করতে পারব। আজকের পৃথিবী নানান রকমের সংকটের মুখে রয়েছে, যেমন- যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রযুক্তির অপব্যবহার। এতে আমাদের সামনে নানান চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ এখনো অনেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না, তা হলো- প্রকৃতির বিধ্বংসী রূপ। আমাদের প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার কথা, সেটা না করে উল্টো দিকে চলছি। মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের প্রত্যেক নাগরিক যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে সপ্তাহে অন্তত একটা দিন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন করে, তাহলে ক্রমান্বয়ে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এর জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত লাগবে। সিদ্ধান্ত ছাড়া কঠিন এ পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক মতো না থাকায় পৃথিবীর জলাশয়গুলো প্লাস্টিকে ছেয়ে গেছে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়েছে। প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন কর্মোদ্যম প্রয়োজন।

এরপর পৃষ্ঠা-০৫

সম্পাদকীয়

পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের মাধ্যমে এলজিইডি টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ করছে

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) পরিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি বিশ্বাস করে, পরিবেশ সুরক্ষা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নে অনুঘটক হিসেবে এলজিইডি কাজ করছে।

পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে এলজিইডি পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা, বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইন মেনে স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর যাতে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে তাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গ্রামীণ বিদ্যুতায়নে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে এলজিইডি পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখছে।

জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে অভিযোজনের বিষয়গুলো এলজিইডি গুরুত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করছে। এদেশের ভূ-প্রকৃতি নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত ফলে মাটির ভারবহন ক্ষমতা এবং দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকার শক্তি কম। এছাড়াও অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, আগাম ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদীভাঙনে টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সামান্য বৃষ্টিতেই মাটির ঢাল ভাঙনের মুখে পড়ে। জলাধার সংলগ্ন সড়ক বা সেতুর অ্যাপ্রোচের পার্শ্বঢাল ঝুঁকিতে থাকে। এসব ক্ষতির হাত থেকে অবকাঠামো রক্ষার জন্য এলজিইডি বিশেষ ধরনের কাজ করছে; যেমন-আরসিসি রিটেইনিং দেয়াল নির্মাণ, কংক্রিটের ব্লক দ্বারা নদীর পাড় সুরক্ষা, সড়ক ও সেতুর অ্যাপ্রোচ সুরক্ষায় ব্লকের ব্যবহার।

অন্যান্য উপকরণের মধ্যে ৬০/৭০ গ্রেড বিটুমিন দ্বারা রাস্তা নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ তুলনামূলক মানসম্পন্ন রাস্তা তৈরি করা যায়। এছাড়াও এপোক্সি-কোটেড রড ব্যবহার অবকাঠামোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে লোনা আবহাওয়ায় তা মরিচা প্রতিরোধে সক্ষম। উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ এগুলোর ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি ব্যবহৃত ব্লক একটি বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী নির্মাণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে যা বৈচিত্র্যময় ও সহজ। এটি সুলভ মূল্যের নির্মাণ সামগ্রী ওজনে হাল্কা ও পরিবেশবান্ধব।

পরিবেশ রক্ষার জন্য নির্মাণ কাজে ইটের ব্যবহার সীমিত করতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ ও শিল্পাঞ্চল বৃদ্ধির ফলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে আসছে। ইট তৈরিতে জমির উপরিভাগের মাটি ব্যবহার করা হচ্ছে যা ফসল উৎপাদনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। ইটভাটার কালো ধোঁয়া পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ। ইটের পরিবর্তে হলো ব্রিক উন্নত বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

সড়ক উন্নয়ন টেকসই করতে প্রয়োজন সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষা। প্রচলিত পদ্ধতিতে সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষার জন্য সাধারণত কংক্রিট ব্লক, প্যালাসাইডিং, বালির বস্তা, পাথর ও জিওটেক্সটাইল ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতি বেশ ব্যয়বহুল। অপরদিকে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে মাটির কাজ সুরক্ষা টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তুলনামূলক কম। মাটির ঢাল সুরক্ষার জন্য কম খরচে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ বিন্না ঘাসের ব্যবহার একটি ভিন্নমাত্রার উদ্ভাবন।

ইতোমধ্যে, এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক দিয়ে সড়ক নির্মাণ করছে। নির্মিত সড়কের পাশে নানাধরনের ফলদ গাছ লাগানো হচ্ছে। এলজিইডির লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) সদস্যরা এসব গাছ পরিচর্যা করছেন।

এলজিইডি পরিবেশবান্ধব উপায়ে পল্লি অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়ন করছে। জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে কারিগরি সহায়তা দিতে এলজিইডিতে স্থাপিত ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, এলজিইডির নগর সেক্টরের প্রকল্পগুলো গ্লোবাল অ্যাডাপ্টেশন সেন্টার (জিসিএ)-এর সঙ্গে জলবায়ু সহনশীল নগর অবকাঠামো নির্মাণে যৌথভাবে কাজ করছে। এলজিইডি পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু সহনশীল উপায়ে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস (এসইউপিআরবি)-এর বিশ্বব্যাংক মিশন সম্পন্ন

গত ২৭ এপ্রিল থেকে ৬ মে ২০২৫ প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস (এসইউপিআরবি) প্রকল্পের অগ্রগতি ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তা মিশন সম্পন্ন হয়। মিশনের কিক অফ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন, এসইউপিআরবি প্রকল্প পরিচালক, টাস্ক টিম লিডারসহ এলজিইডির কর্মকর্তা ও মিশনের সদস্যবৃন্দ।

এলজিইডির গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি

২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটে মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের আওতায় 'গ্রামীণ সড়ক' উপ-খাতে ৩ হাজার ৩০০ কোটি টাকা, 'সেতু' উপ-খাতে ৫ দশমিক ৫০ কোটি টাকা এবং 'কালভার্ট' উপ-খাতে ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে ৪ হাজার ৯২১টি গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ স্কিম অনুমোদন প্রদান করা হয়, যার প্রাক্কলিত মূল্য ৪ হাজার ৪৩১ দশমিক ৮৬ কোটি টাকা, ৮১টি সেতু রক্ষণাবেক্ষণ স্কিম অনুমোদন প্রদান করা হয়, যার প্রাক্কলিত মূল্য ৮ দশমিক ৭৮ কোটি টাকা এবং ২৭৫টি কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ স্কিম অনুমোদন প্রদান করা হয়, যার প্রাক্কলিত মূল্য ৪৭ কোটি টাকা। উক্ত কাজের ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় 'গ্রামীণ সড়ক', 'সেতু' এবং 'কালভার্ট' উপ-খাতে যথাক্রমে ২ হাজার ৯৭০ কোটি, ২৪ কোটি ও ৫ দশমিক ৫০ কোটি টাকা ছাড় করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে এবং এর বিপরীতে জুন' ২০২৫ পর্যন্ত 'গ্রামীণ সড়ক' উপ-খাতে ৫ হাজার ৬৭০ কিলোমিটার সময়ান্তর ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১৭ হাজার ১০০ কিলোমিটার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। 'সেতু' উপ-খাতে ২৫০০ মিটার এবং 'কালভার্ট' উপ-খাতে ৬০০ মিটার মেরামতের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দরবস্তা ইউনিয়ন পরিষদ (কালিতলা) বগলাগারি বাজার মেরামতকৃত সড়ক

ব্র্যাক সেন্টারে কর্মসংস্থান নিবিড় বিনিয়োগ কর্মসূচির ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৮ এপ্রিল ২০২৫, সাভার ব্র্যাক সেন্টারে কর্মসংস্থান-নিবিড় বিনিয়োগ কর্মসূচি (ইআইআইপি) এবং এসএসটিসি'র কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া বলেন, বর্তমানে এলজিইডির ১৩০টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। এতে অনেক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এলজিইডি মূলত পল্লি, নগর, পানিসম্পদ সেক্টরে কাজ করে। কর্মশালায় ফিলিপাইন, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, লেবানন, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

গত ২৯ মে ২০২৫ নাইজেরিয়ান এনডিসির ১৫ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল এলজিইডির সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। এ সময় এলজিইডির উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া। নাইজেরিয়ান এনডিসি প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওলুগবেমি আদেবয়ে ওবাসাঞ্জো এবং কোর্স সমন্বয়কারী কমোডর রেজিনাল্ড আদোকি। মতবিনিময় শেষে প্রতিনিধিদল এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করেন। এ সময় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাগুরায় উইকেয়ার নির্মিত সড়ক ও গ্রোথসেন্টার আর্থসামাজিক সূচকে গতি আনছে

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক কোরিডোর অ্যান্ড রিজিয়নাল ইনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রাম ফেইজ-০১ (উইকেয়ার ফেইজ-০১) এর আওতায় নির্মিত সড়ক ও গ্রোথসেন্টার আর্থসামাজিক সূচকে গতি আনছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রোথসেন্টার, হাটবাজার সংলগ্ন সড়ক ও সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। মাগুরা জেলার সদর উপজেলায় ১৭ কিলোমিটার, শ্রীপুর উপজেলায় ২৩ কিলোমিটার, মহম্মদপুর উপজেলায় ২৫ কিলোমিটার এবং শালিখা উপজেলায় ৭ কিলোমিটারসহ মোট ৭২ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে মাগুরা জেলায় প্রকল্পের প্রায় ৪০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সড়ক নির্মাণের ফলে আর্থসামাজিক নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। কৃষক ও ব্যবসায়ীরা সহজেই উৎপাদিত কৃষিপণ্য স্বল্পখরচে বাজারজাত করতে পারছেন। স্কিমগুলোর কাজ সম্পন্ন হলে এ অঞ্চলের জনগণ নানান সুবিধা ভোগ করতে পারবে। উল্লেখ্য, সড়কগুলোর প্রস্থ বৃদ্ধি পাওয়ায় যানবাহন চলাচলে গতি বেড়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজে স্থানীয় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ফলে তাদের কর্মসংস্থান ও জীবনমান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রোগ্রামের আওতায় মাগুরা জেলার সদর উপজেলার আলমখালী, কাটাখালী, আলোকদিয়া বাজার এবং শ্রীপুর উপজেলার খামারপাড়া, লাঙ্গলবাধ বাজার, শালিখা উপজেলাধীন সিঙ্গরা এবং মহম্মদপুর উপজেলার বিনোদপুর বাজারে মোট ৭টি গ্রোথসেন্টার মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত মার্কেটে ৭৯টি দোকান রয়েছে। মার্কেটে নারী-পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, ড্রেনেজ সিস্টেম এবং সোলার লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। মার্কেটে অভ্যন্তরীণ আরসিসি সড়ক নির্মাণ করায় বাজারে যাতায়াত সহজ হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রোগ্রামের আওতায় মাগুরা জেলায় অসহায় ও দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দুই বছরের জন্য এলসিএস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মাগুরা জেলায় ১৩২ জন এলসিএস সদস্য সাতজন সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে মার্কেট এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করছেন।

ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্পের মাগুরা জেলায় ২৩ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ

মাগুরা জেলায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্পের নির্মিত সড়ক

ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় মাগুরা জেলার সদর, শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলায় মোট ২৩ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সড়কসমূহের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক সাইন ও সিগন্যাল বসানো হচ্ছে যা দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে।

সড়কগুলো জলবায়ু সহনশীল করতে সড়কের পাশে খাল, বিল এবং পুকুরে প্যালাসাইডিং করা হচ্ছে যাতে বন্যা বা ভারী বৃষ্টির পানি প্রতিরোধ করে সড়কটি টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। মাগুরা জেলায় প্রকল্পের কাজের ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৯৫ শতাংশ।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত ৪৪ পৌরসভায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

দারিদ্র্য দূর করে নাগরিক জীবনমান উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সব পৌরসভার দারিদ্র্যের অবস্থা একইরকম নয়। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ, জেন্ডার, সামাজিক সুরক্ষা, দারিদ্র্য হ্রাস ও জলবায়ুর মত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গত ২৩ জুন ২০২৫ এলজিইডি সদর দপ্তরে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (প্রাপ) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ ছোহরাব আলী প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, আইইউজিআইপি একটি রেজাল্টবেইজড লেন্ডিং (আরবিএল) ডিজবার্জমেন্ট লিংক ইন্ডিকেটর (ডিএলআই) ভিত্তিক প্রকল্প, যেখানে পৌরসভার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সক্ষমতা অর্জনের ওপর প্রকল্পের অর্থ ছাড় নির্ভর করে।

গত ২৩-২৪ জুন ২০২৫ এলজিইডি'র সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আইইউজিআইপি'র প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল বারেক

প্রশিক্ষণে প্রকল্পভুক্ত আড়াইহাজার, কালিগঞ্জ, মনোহরদি, ভৈরব এবং কালিয়াকৈর পৌরসভার পৌর প্রশাসক, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারপারসন ও সদস্য, নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আওতায় কর্মরত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটগণ (সিডিএ) অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে আইইউজিআইপি'র প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল বারেক বলেন, পৌরসভার রাজস্ব আয় থেকে শতকরা ১ ভাগ অর্থ দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য ব্যয় করতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পৌর এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণে উদ্যোগ নিতে হবে।

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮-২৬ জুন ২০২৫-এ এলজিইডি'র ৯টি অঞ্চলে আইইউজিআইপি প্রকল্পভুক্ত ৪৪ পৌরসভার জন্য এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল নগর দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা প্রদান, দারিদ্র্য হ্রাসকরণে আইইউজিআইপির কার্যক্রম তুলে ধরা এবং পৌরসভার করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন। একই সঙ্গে, দারিদ্র্য হ্রাসকরণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করা।

এলজিইডি'র সদর দপ্তর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ফরিদপুর, যশোর, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত এলজিইডি'র আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১১টি ব্যাচে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মোট ৩৩৮ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে নারী ৩৭ জন এবং পুরুষ ৩০১ জন।

প্লাস্টিক বর্জনের আহ্বান

১ম পৃষ্ঠার পর

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এদেশের তরুণ প্রজন্মের অসীম সাহসিকতা জুলাই অভ্যুত্থানে আমরা দেখেছি। নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন তারা দেখিয়েছে। এই প্রজন্ম ইতিহাসের সবচেয়ে সৃজনশীল ও শক্তিশালী প্রজন্ম। এ সময় তিনি জলবায়ু সংকট ও দূষণ রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, দূষণ রোধে কেবল পলিথিন বর্জন নয়, পলিথিন উৎপাদন বন্ধ করা প্রয়োজন। গোড়াতে যদি উৎপাদন বন্ধ করতে পারি তাহলে পলিথিন বর্জনের বিষয়টা আর থাকে না। পলিথিন ছাড়া পৃথিবী অচল নয়। প্রধান উপদেষ্টা সরকারি অফিসগুলোতে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমি কিভাবে জীবনযাপন করব, সেটি আসলে নিজের ওপর নির্ভর করে। তাই দৈনন্দিন জীবনযাপনে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ না করতে পারলে এই নির্দেশ কোনো কাজে আসবে না। দৈনন্দিন জীবনযাপনের পরিবর্তন ছাড়া সামগ্রিক পরিবেশ বিপর্যয় অবধারিত। পরিবেশ সুরক্ষায় বর্তমান তরুণ প্রজন্ম অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পরে প্রধান উপদেষ্টা অনুষ্ঠানস্থলে একটি সোনালু (ক্যাসিয়া ফিস্টুলা) গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফারহিনা আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য,এলজিইডি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে থাকে। নির্মিত অবকাঠামো, বিশেষত গ্রামীণ সড়কের পাশে দেশীয় ফলদ গাছ রোপণের পর চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সবুজায়ন কার্যক্রমের আওতায় ১২০ কিলোমিটার পল্লি সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের এডিবি ও এএফডি'র মিশন অনুষ্ঠিত

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)'র কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং দ্য এজেন্সি ফ্রান্স ফর ডেভেলপমেন্ট (এএফডি)-এর লোন রিভিউ মিশন ২১ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ ছোহরাব আলীর সভাপতিত্বে ২১ এপ্রিল কিক-অফ সভার মধ্য দিয়ে মিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। কিক-অফ সভায় এডিবি'র ম্যানিলাস্থ হেডকোয়াটারের সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট জো টু, এডিবি'র সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার (আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার) অমিত দত্ত রায় এবং এজেন্সি ফর ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট (এএফডি)'র প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ রাফিউল ইসলামসহ মিশন প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রকল্পের নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ ডিসবার্জমেন্ট লিঙ্ক ইন্ডিকেটর, পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান, জেন্ডার সমতা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর উপস্থাপনা তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল বারেক। এ সময় এলজিইডি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এবং প্রকল্পের পরামর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মিশন প্রতিনিধিদল ২৩ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর পৌরসভা, ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলার ভবানীগঞ্জ পৌরসভা, ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার পৌরসভা এবং ২৮ এপ্রিল মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। মিশন প্রতিনিধিদল প্রতিটি পৌরসভায় বিশেষ শহর সমন্বয় কমিটির সভা (টিএলসিসি), নিম্ন আয় এলাকা উন্নয়ন কমিটি (লিনিক)'র সভা এবং উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। টিএলসিসির সভায় পৌরসভার কার্যক্রম, উন্নয়ন পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা, রাজস্ব সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং ওয়েববেইজড রাজস্ব ব্যবস্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রতিনিধিদল লিনিকের সভায় নিম্ন আয় এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাজেট, কমিউনিটির অংশগ্রহণ এবং উঠান বৈঠকে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ও উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। আলোচনায় পৌরসভার প্রশাসক, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মিশনে আইইউজিআইপি'র প্রকল্প পরিচালক, পিএমইউ'র কর্মকর্তাগণ এবং প্রকল্পের পরামর্শকগণ অংশগ্রহণ করেন।

মিশন প্রতিনিধিদল সরেজমিনে চারটি পৌরসভায় প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোসমূহ (সড়ক, ড্রেন ও মার্কেট) উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পৌরসভার কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষাসহ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নয়নে মিশন প্রতিনিধিদল সুপারিশ তুলে ধরেন। মিশন প্রতিনিধিদল ২৯ এপ্রিল ২০২৫ এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়ার সঙ্গে প্রি-র‍্যাপ আপ সভায় মিলিত হন। সভায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে।

মুন্সিগঞ্জ পৌরসভায় বিশেষ শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সভায় উপস্থিত এডিবি ও এএফডির মিশন প্রতিনিধিদল

লালমনিরহাটে ব্রিজ নির্মাণ বিষয়ক অন দ্য জব ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

এলজিইডির 'রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প-২' এর আওতায় লালমনিরহাটে গত ২৩ এপ্রিল রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ব্রিজ নির্মাণ বিষয়ক অন দ্য জব ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে এলজিইডির কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলায় ১৪৪ মিটার ভায়াডাক্টসহ ১৫০ মিটার দীর্ঘ পিএসসি গার্ডার সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। আদিতমারি উপজেলার সাগরের ঘাট হয়ে বামানের চৌপতির বুড়িরদিঘি পর্যন্ত ব্রিজটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ব্রিজটির উভয় পাশেই রয়েছে ৭২ মিটার ভায়াডাক্ট।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শাহারুল আলম মন্ডল, এলজিইডি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) মৌসুমী সালমিন, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আবুল হায়াত চৌধুরী, মোঃ আলী হোসেন ও এ কে এম ফজলুল হক। আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলীবৃন্দ।

যশোর ও ঝিনাইদহে ইউনিব্লক সড়ক ও আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ

যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় রামসারা ধাম-মাগুরা ত্রিমোহিনী ভায়া চৌরাস্তা বামুনীতলা সড়কটি জিওবিএম প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করায় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এলাকার জনগণ তাঁদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, মাছ এবং নানান পণ্য নিরাপদে দেশের বিভিন্নস্থানে স্বল্প খরচ ও কম সময়ে সরবরাহ করতে পারছে।

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় রাজগঞ্জ জিসি-খোরদ্দ জিসি সড়কটি জিওবিএম প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করায় জনগণের যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। সড়কে দুর্ঘটনার প্রবণতা অনেক কমেছে। স্থানীয় জনগণের উৎপাদিত পণ্য নিরাপদে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতে পারছে। এছাড়া সড়কের পার্শ্বে বিভিন্ন মোড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারছে। শ্রমিকদের কাজের সুযোগ বেড়াছে।

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে নির্মিত ব্রিজটি স্থানীয় জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। পূর্বে নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপজেলা সদরে যাতায়াতে দীর্ঘ সময় ও অর্থব্যয় হতো। নতুন ১৮ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণের ফলে নানান অফিস, আদালত ও প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য দ্রুত বাজারে পৌঁছে দিতে পারছে এবং রোগীদের জরুরি চিকিৎসা সেবাগ্রহণের পথও অনেক সহজ হয়েছে।

ব্রিজটি নির্মাণের ফলে জনসাধারণের আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বেড়েছে, পরিবহন খরচ কমেছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিজটি দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় পুনর্নির্মিত ইউনিব্লক সড়ক

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় পুনর্নির্মিত সড়ক

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলায় ১৮ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রিজ

ঈশ্বরদীতে সড়ক প্রশস্ত করায় ৯টি গ্রামের মানুষ উপকার পাচ্ছেন

এলজিইডি পাবনা জেলার অধীন 'রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প' এর আওতায় ঈশ্বরদী উপজেলার রেলগেট তালতলা থেকে ঝাউদিয়া স্কুল পর্যন্ত সড়ক প্রশস্ত ও মেরামত করা হয়েছে। প্রায় ৫ দশমিক ৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কটি বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা পাকা করা হয়। ২০২০ সালে অতিবর্ষণ এবং ঈশ্বরদী ইপিজেড ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে সড়কটি চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

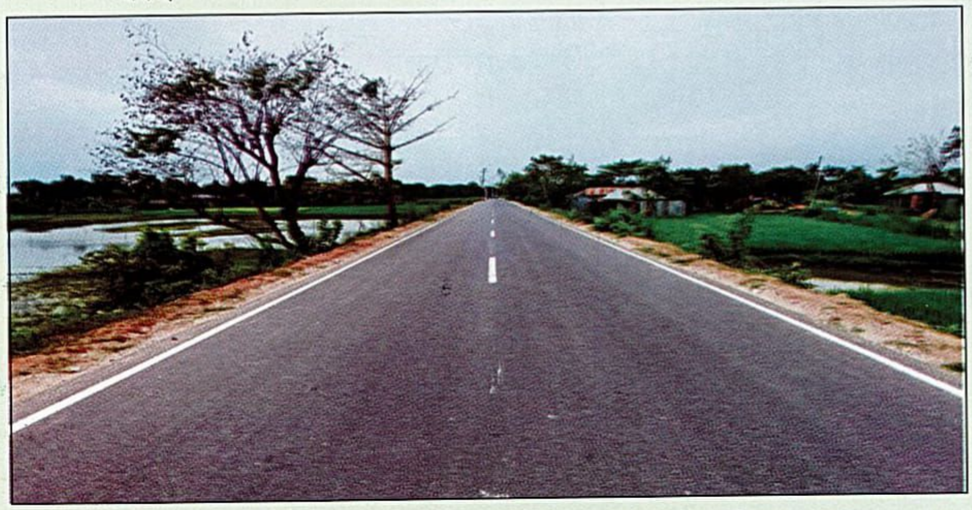

প্রশস্তকৃত ঈশ্বরদী উপজেলা (রেলগেট)-তালতলা আরএইচডি ভায়া ঝাউদিয়া স্কুল সড়ক

সড়কটি মেরামত হওয়ায় জনজীবনে স্বস্তি ফিরেছে। ঈশ্বরদী উপজেলা শহর, ইপিজেড, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ফ্যাক্টরি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি গ্রামীণ বাজারসহ ঈশ্বরদী উপজেলা গ্রোথসেন্টারের সাথে যোগাযোগ পুনরায় স্থাপিত হয়েছে। এরফলে আশপাশের ৯টি গ্রামের মানুষ সরাসরি উপকার পাচ্ছে।

আধুনিক মার্কেট গ্রামীণ ব্যবসায় গতি আনছে

গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান, গ্রামপর্যায়ে ব্যবসার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এলজিইডি 'দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৬৪ জেলায় (সিটি কর্পোরেশন ব্যতিত) প্রকল্পটি চলমান। মোট ৫০৭টি গ্রামীণ বাজারে চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দোতলা মার্কেট ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে এক ছাদের নীচে সকল সুবিধা থাকছে। ফলে নির্মিত মার্কেট ক্রেতা বিক্রেতাদের পণ্য কেনা-বেচা সহজ করে

সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় গুল্টা হাটে নির্মিত মার্কেট ভবন

তুলেছে যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি আনছে। এক ছাদের নীচে পাশাপাশি দোকানে প্রশস্ত পরিসরে পণ্য কেনাবেচা চলছে।

এ পর্যন্ত ২২৫টি মার্কেট ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে আরও ১৩৮টি মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সম্প্রতি নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার বেলঘড়িয়া হাট, সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার পাইকশা হাট, তাড়াশের গুল্টা হাট, রাজশাহীর তানোর উপজেলার বিল্লি হাট, মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার ছিলারচর হাট, শেরপুরে নকলা উপজেলার বাউশা বাজার, ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার বাঘরি বাজার, শরীয়তপুরে সদর উপজেলার গোয়াতলা বাজার, নারায়ণগঞ্জে বন্দর উপজেলার লাঙ্গলবন্ধ বাজার, গাজীপুরে কাপাসিয়া উপজেলার আমরাইদ বাজারে এলজিইডির আধুনিক মার্কেট নির্মাণ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এরমধ্যে কয়েকটি বাজারে পণ্য কেনা-বেচা শুরু হয়েছে।

খাল পুনর্খননে ঘটছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন

এলজিইডির খাল পুনর্খনন কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। খাল পুনর্খননের ফলে শুষ্ক মৌসুমেও সেচ সুবিধা পাচ্ছে কৃষক। পাশাপাশি দূর হচ্ছে জলাবদ্ধতা। চাষযোগ্য জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিকে নানান ফসলের উৎপাদন, মাছচাষ ও হাঁস পালন বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে। কৃষি, মৎস্য, পশুপালনে বিনিয়োগ করে বিপুল সংখ্যক তরুণের বেকারত্ব দূর হচ্ছে। একইসঙ্গে কুটির শিল্পে বিনিয়োগ ও শ্রম দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে দুস্থ নারীরাও।

বরগুনা : বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বেলতলা খাল পুনর্খনন করা হয়। খালটি পলি জমে বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। জোয়ার-ভাটার পানি প্রবেশ ও বাহির হতো না। বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো। শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে চাষাবাদ করা যেত না। খালটি পুনর্খননের ফলে জোয়ার-ভাটার পানি সহজেই প্রবেশ করছে এবং জলাবদ্ধতাও দূর হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৪টি খাল পুনর্খনন করা হয়। ইতোমধ্যে ২৫০ হেক্টর অনাবাদি জমি চাষের আওতায় এসেছে।

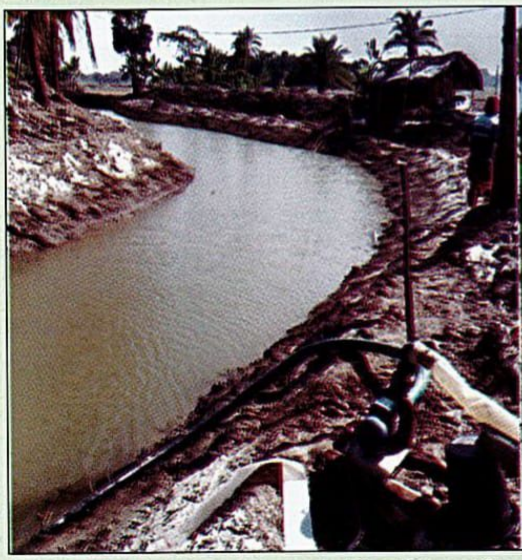

কৃষকরা সেচ পাম্প ব্যবহার করে কৃষি জমিতে পানি তুলছেন

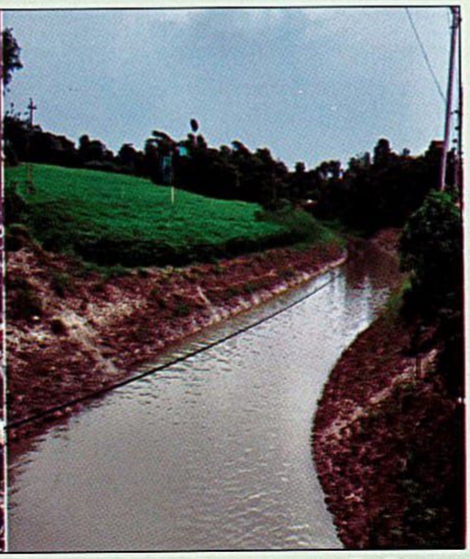

শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলায় চিতলিয়া খাল পুনর্খনন

শরীয়তপুর : সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলায় চিতলিয়া উপ-প্রকল্পের আওতায় ৪ হাজার ৮৫৫ মিটার চিতলিয়া খাল পুনর্খনন করেছে। খালটি পুনর্খননের ফলে প্রায় ৩১০ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হচ্ছে। অতিবৃষ্টি ও বন্যার হাত থেকে বিভিন্ন ফসল রক্ষা পাচ্ছে। চিতলিয়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেডের কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকায় কৃষি ও মৎস্য খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে।

মাদারীপুর : ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় কালিকাপুর উপ-প্রকল্পের নমোকান্দি থেকে হাওলাদার বাড়ি পর্যন্ত ৩ হাজার ৫৪৫ মিটার খাল পুনর্খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নমোকান্দি, হাওলাদার বাড়ি, পশ্চিম চর নাচনা, চর নাচনা ও পুস্তি বাড়ি এলাকার জনগণ এতে উপকৃত হচ্ছে। এখানে ৫৯০ হেক্টর এলাকার ফসল বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। কালিকাপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেডের কার্যক্রমের মাধ্যমে কালিকাপুর ইউনিয়নে কৃষির পাশাপাশি মৎস্য খাতেও ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে।

অবসরে গেলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ এনামুল হক পিইঞ্জি ২০ জুন ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ এনামুল হক ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন জেলায় সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোঃ এনামুল হক ১৯৬৬ সালের ২০ জুন নীলফামারী জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ১ মে ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ১ মে বান্দরবান জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রহিম ১ জুন ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ আব্দুর রহিম ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রহিম ১৯৬৬ সালের ১ জুন ঝিনাইদহ জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু তালেব চৌধুরী ৫ জুন ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। আবু তালেব চৌধুরী ১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি বান্দরবান সদর, বান্দরবানে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি মাঠপর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী আবু তালেব চৌধুরী ১৯৬৬ সালের ৫ জুন চট্টগ্রাম জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

রাঙ্গামাটিতে পাঁচ গ্রামে সুপেয় পানি ও সেচ সংকট নিরসন

এলজিইডি'র টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় যুবলক্ষী রাজনগর খাল উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় পাঁচ গ্রামে সুপেয় পানি ও সেচ সংকট নিরসন হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৬ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন ও ২টি উইয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ইতোমধ্যে ১২০ হেক্টর জমি নতুন করে সেচের আওতায় এসেছে। পূর্বের এক ফসলী জমি দুই-তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে। ফলে এই এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে। উপ-প্রকল্প এলাকায় যুবলক্ষী, রাজনগর, রহমতপুর, শান্তিনগর ও মোহাম্মদপুর এই পাঁচ গ্রাম রয়েছে। এখানে মোট ৪০০ হেক্টরের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩১০ হেক্টর কৃষি জমি সেচ ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে। পূর্বে খালে মাটির বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ১৯০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হতো। বর্তমানে আরো ১২০ হেক্টর জমি নতুন করে সেচের আওতায় এসেছে। এখন সারাবছর খালে ঝর্ণার পানি সংরক্ষিত থাকায় আমন, বোরো, রবিশস্য ও শাকসবজি চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

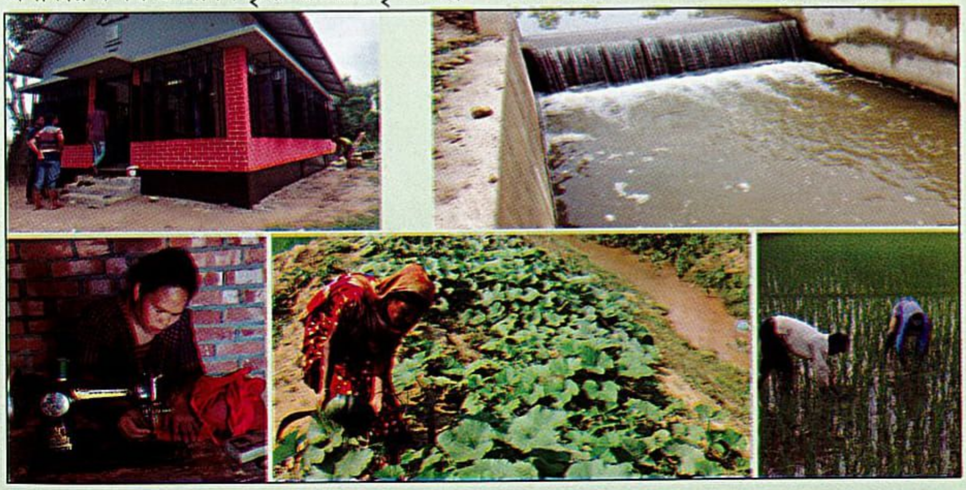

উল্লেখ্য, যুবলক্ষী রাজনগর খাল উপ-প্রকল্পটি রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় গুলশাখালী ইউনিয়নে অবস্থিত। এখানে সুপেয় পানি ও সেচ সংকট ছিল তীব্রতর। শুষ্ক মৌসুমে পারিবারিক ব্যবহার্য পানির সংকট প্রকট আকার ধারণ করতো। কৃষি জমিতে সেচ ব্যবস্থাপনার অভাবে ব্যাহত হতো চাষাবাদ। কোনো কোনো জমিতে এক ফসল হলেও অনেক জমি ছিল অনাবাদী। এখানে খাবার পানি ও কৃষিতে সেচের পানি সংকট দূর করতেই এলজিইডি যুবলক্ষী রাজনগর উপ-প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করে।

উপ-প্রকল্পটির দীর্ঘমেয়াদি সুফল নিশ্চিত করা এবং টেকসই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপ-প্রকল্প এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেড গঠন করা হয়েছে। যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৩০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭৬ জন ও নারী ৫৪ জন। প্রকল্প হতে সবজি চাষ, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন এবং দর্জি কাজের প্রশিক্ষণ নিয়ে সদস্যরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে।

ক্রিলিকের সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

১৩ মে ২০২৫ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর অধীন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) এর দিনব্যাপী সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির (সিসিসি) পঞ্চম সভা সংস্থার সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড, জার্মান উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার-এর আর্থিক সহায়তাপুষ্ট ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (ক্রিম) প্রকল্পের আওতায় ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে, যা স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্প প্রণয়ন, ডিজাইন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করবে।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ক্রিলিক নিয়ে আমাদের সবার একটি বড় স্বপ্ন আছে। ক্রিলিক এলজিইডির একটি পরিপূর্ণ জ্ঞান ভান্ডারে পরিণত হবে। ক্রিলিককে একটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে জনপ্রিয় করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা এলজিইডি করবে।

সভায় ক্রিলিকের ওভারভিউ আপডেট ও ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট টুলস (সিআরটি)-এর প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অ্যানুয়াল অ্যাডাপটেশন অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সভায় যোগদানকারীগণ তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। সেইসাথে ক্রিলিককে আরও শক্তিশালী করতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মনিটরিং, অডিট, প্রকিউরমেন্ট ও আইসিটি ইউনিটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ গোলাম মোস্তফা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী, মোঃ আখতার হোসেন, মোঃ বেলাল হোসেন, সৈয়দ শফিকুল ইসলাম, সৈয়দা আসমা খাতুন, আবু সালেহ মোঃ হানিফ। ক্রিম প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল খালেক, ক্রিলিকের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ লতিফ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ফাতেমা ইসমত আরা, সাদিয়া শারমীন, মোঃ সাদ্দাম হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী অর্পণ পাল, আফিফা সুলতানা প্রীতুল ও আইডিসি-ক্রিলিকের টিম লিডার ডান বুম।

ক্রিলিকের সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির পঞ্চম সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া

এলজিইডি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা

এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের (এলকেএসএস) বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সদস্যভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এসময় ২০২৪ সালের এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া ১০৮ জন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন এলকেএসএস-এর সভাপতি ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন। এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কৃতি সন্তানদের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, শিক্ষার্থীদের সাফল্যে আমরা গর্বিত। ভালোভাবে লেখাপড়া করলে একদিন সফল মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এসময় তিনি কৃতি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য একই দিনে এলজিইডির কল্যাণ সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলীগণ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সমিতির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জুম প্লাটফর্মে বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও সেখ মোহাম্মদ মহসিন। জুম প্লাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শহীদুল হাসান, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রশীদ খান প্রমুখ।

জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া

আইএলও'র নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদলের এলজিইডির নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন

গত ১০ এপ্রিল ২০২৫ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর নেতৃত্বে এশিয়া ও আরব রাষ্ট্রগুলোর আন্তঃআঞ্চলিক ফোরাম 'সাউথ কো-অপারেশন ফোরাম' (ইআইআইপি)-এর এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল এলজিইডির 'নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' (সিএসটিসি) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সংকট পরবর্তী জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, টেকসই উন্নয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, টেকসই সম্পদ সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যকর পদক্ষেপ বিষয়ে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়।

সিএসটিসি প্রাঙ্গণে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আনিসুল ওহাব খান। প্রতিনিধিদলে ছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে দায়িত্বরত থমাস স্টেনস্ট্রম ও আইএলও বাংলাদেশ-এর পার্টনারশিপ অফিসার এলিসা বেনিস্ট্যান্ট ফ্রেমিগাচ্চিস। এছাড়াও প্রতিনিধিদলে ছিলেন বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব তিমুর, কম্বোডিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, লেবানন, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা ও উন্নয়নকর্মী।

এসময় সিএসটিসির কার্যক্রম তুলে ধরেন এলজিইডির প্রভাতী প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ রায়হান সিদ্দিক, মানবসম্পদ পরিবেশ ও জেন্ডার ইউনিট (প্রশিক্ষণ)-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, গাজীপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শাজাহান আলী। উল্লেখ্য, এলজিইডির প্রভাতী প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)।

ইফাদ-এর সহায়তায় এলজিইডি'র প্রভাতী প্রকল্পের অধীন এই প্রথম সড়ক নির্মাণ কাজে দক্ষতা তৈরির লক্ষ্যে দরিদ্র যুবক ও যুবা নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো সড়ক নির্মাণের মান উন্নয়ন করা, টেকসই কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা এবং প্রভাতী প্রকল্পের আওতাধীন অঞ্চলের এক হাজার গ্রামীণ যুবক ও যুবা নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা পরবর্তীতে এলজিইডির গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে কাজের সুযোগ পাবেন। প্রথম ধাপে দুই বছরের মধ্যে ৬০ জন যুবানারীসহ মোট ৩০০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) কর্তৃক অনুমোদিত।

প্রতিনিধিদল এলজিইডির সিএসটিসি, গাজীপুর ঘুরে দেখেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন

শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ গড়তেই দৃষ্টিনন্দন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে

- অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়। ১ জুন ২০২৫ উত্তরায় আজমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার স্কুলগুলো উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি বলেন, শিশুর মানসিক বিকাশ এবং শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ গড়তে ঢাকা মহানগরীতে দৃষ্টিনন্দন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে পরবর্তীতে দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হবে। দৃষ্টিনন্দন স্কুল নির্মাণের পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতা খুব প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করেন। প্রকল্পটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন। এলজিইডি নির্মাণকারী সংস্থা হিসেবে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

রাজধানীর উত্তরায় আজমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দৃষ্টিনন্দন প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীতে দেশ পরিচালনা করবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক মোঃ সাইফুর রহমান, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ছোহরাব আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (শিক্ষা) মোঃ মাহাবুব আলম প্রমুখ।

উত্তরা আজমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও লিডারশিপ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে চলতি বছরের এপ্রিলে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য ১টি প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত কোর্সে ৬১ জন প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন। এরপর জুন মাসে রাজস্ব বাজেটের আওতায় আরো ২টি ব্যাচে মোট ৫৬ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া শুধুমাত্র নারী প্রকৌশলীদের জন্য এলজিইডিতে প্রথমবারের মত ১ দিনব্যাপী লিডারশিপ বিষয়ক আরেকটি প্রশিক্ষণ কোর্স ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়। এই কোর্সে এলজিইডির ৫২ জন নারী প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন।

নারী প্রকৌশলীদের জন্য আয়োজিত লিডারশিপ প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মানব সম্পদ), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইডব্লিউআরএম), প্রকল্প পরিচালক (আইআরডিপিকে), নির্বাহী প্রকৌশলী ও রিসোর্স পারসনগণ

লিডারশিপ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করার পর অংশগ্রহণকারীগণ নির্দিষ্ট সময় ও বাজেটের মধ্যে একটি প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য দলগতভাবে কাজ তত্ত্বাবধান করার যোগ্যতা অর্জন করেন। পাশাপাশি নেতৃত্ব অর্জন করার মাধ্যমে দলকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে দক্ষ হন। একজন সফল প্রকল্প পরিচালক গড়ে তোলা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গুণাবলী অর্জনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও লিডারশিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সটি বাস্তবায়ন করে এলজিইডি।

উপদেষ্টা: মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব), এলজিইডি, **সম্পাদক :** জাবেদ করিম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd